সমকাল

তারিখ ... 19 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

বিজ্ঞান শিক্ষায় অনীহা

হারুন-অর-রশিদ

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নজিরবিহীন উন্নতির ফলে গোটা বিশ্ব আজ গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করতে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

আর্থিক সংকট, দক্ষ শিক্ষকের অভাব, পর্যাপ্ত ক্লাস না হওয়া, উপযুক্ত বিজ্ঞানাগার না থাকা, পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রভাব, সিলেবাসের মাত্রাতিরিক্ত চাপ, অত্যুচ্চ ব্যয়ভার, কোচিংনির্ভরতা আর কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তাই মূলত বিজ্ঞানের প্রতি অনাগ্রহের প্রধান কারণ।

তাছাড়া স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কিছু গাইড বই ছাড়া মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক কোনো বই নেই বললেই চলে।

মফস্বলে বিজ্ঞান ও গণিত পড়ানোর মতো শিক্ষক কম। আর বয়স্ক যারা আছেন তারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না।

সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু নানা কারণে মাল্টিডাইমেনশনাল শিক্ষককে আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনার জন্য চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকের দক্ষতার অভাবে সরকারের এ প্রচেষ্টার সুফল পাচ্ছে না অধিকাংশ শিক্ষার্থী।

শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞানকে উপস্থাপন করতে হবে বিনোদনের বিষয়বস্তু হিসেবে। মুখস্থনির্ভর বিজ্ঞানকে না বলে আনন্দদায়ক বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের দেখাতে হবে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবতার মিল কোথায়। যাতে করে তাদের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই বিজ্ঞানানুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুঃখজনক হলো, বাস্তবতার সঙ্গে মিল দেখিয়ে আনন্দময় পরিবেশে মজার মজার বিজ্ঞান শেখানোর মতো দক্ষ শিক্ষকের বড়ই অভাব। প্রচলিত নিম্ন সামাজিক মর্যাদা আর স্বল্প আর্থিক সুবিধার কারণে দক্ষ শিক্ষকদের এই কাজে আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। তবে মফস্বলে এমনকি শহরের স্কুল-কলেজগুলোতে কর্তব্যরত শিক্ষকদের দক্ষতা রাতারাতি উন্নত করা সম্ভব না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে যে কাজটি সহজে করা যেতে পারে তা হলো, ব্যাপক হারে শিক্ষার্থী সম্মেলন করে কোনো জনপ্রিয় বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্বের সঞ্চালনায় মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলা। আমাদের দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক পড়ালেখার সঙ্গে কর্মজীবনের মিল সামান্যই। বিজ্ঞানভিত্তিক চাকরির ক্ষেত্রও খুব কম। ফলে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেও চাকরি বা কর্মসংস্থানের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই বিজ্ঞানভিত্তিক পড়ালেখার প্রতি শিক্ষার্থীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। একাডেমিক পড়াশোনার চেয়ে চাকরির পড়ালেখায় প্রাধান্য দিতে বাধ্য হচ্ছে। কেননা জীবিকা নির্বাহে দেশে বিকল্প কোনো আর্থিক নিশ্চয়তা নেই।

অন্যদৃষ্টি

রাষ্ট্রের উচিত বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা করে বৃত্তির ব্যবস্থা করা এবং উচ্চতর স্তরে গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ আর যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া দরকার। ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞানাগার আর এক ঝাঁক মেধাবী শিক্ষকের সহায়তায় স্কুল-কলেজগুলোতে বিজ্ঞানাগারের অভাব পূরণের পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা সম্ভব। একজন দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা গবেষণার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। মফস্বলের স্কুল-কলেজগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নানা ধরনের অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান বিতর্ক করা যেতে পারে।

স্বল্প আয়তনের এ দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। এজন্য একদিকে যেমন বিজ্ঞানমনস্ক নীতিনির্ধারক দরকার, অন্যদিকে তেমনই দরকার নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা।

শিক্ষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়
h_o_rashid@yahoo.com